ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

NOV. 2 1 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪ বছরের অনার্স কোর্স মাস্টার্সের মর্যাদা পেলো

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মাস্টার্সের সমমর্যাদা বা প্রফেশনাল ডিগ্রিতে উন্নীত করা হয়েছে। আর মাস্টার্স কোর্সকে বাধ্যতামূলক না রেখে করা হয়েছে ঐচ্ছিক। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ.নিয়ম চূড়ান্ত করা হয়েছে। কলা, সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য অনুষদে আলোচনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতি চালু করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করলেই ছাত্রছাত্রীরা পূর্বের তিন বছরের অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্সের সমমর্যাদা সম্পন্ন ডিগ্রির মর্যাদা পাবে। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মতো সরাসরি সরকারি এবং আধা সরকারি চাকরিসহ যে কোনো চাকরিতে প্রবেশ করতে পারবে। সভায় মাস্টার্স কারা করতে পারবে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করা হয়নি। তবে অনেকে মত দিয়েছেন যে, অনার্সে যে সকল ছাত্রছাত্রী শতকরা পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন নম্বর পাবেন কেবল তারাই মাস্টার্স করতে পারবেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সকল ছাত্রছাত্রী কেবল থিসিসপত্র জমা দিতে পারবে তারাই মাস্টার্স করবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন অনার্স কোর্স সম্পন্ন করার পর ইচ্ছে করলে যে কোনো ছাত্রছাত্রী মাস্টার্স করতে পারবে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু এই কোর্সে সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারটি নির্ধারণ করা হয়নি। তাছাড়া যে বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করেছিল সেটা হলো উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হলে ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে পারে না। এর প্রধান কারণ হলো অর্থের অভাব, তাই সবদিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মাস্টার্সের সমমর্যাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কারণে ছাত্রছাত্রীরা এক বছর আগেই পড়াশোনা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারছে। এতে করে যেমন অর্থেরও সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি চাকরিতেও পাচ্ছে নানা সুবিধা।